মাকাল-লতার কাহিনী

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

এই বর্ষায় আমাদের গ্রামের নানা বনে-ঝোপে মাকাল-লতার নিভৃত বিতান রচিত হয়েচে। আমি মাকাল-লতা বড় ভালোবাসি। যেদিন প্রথম আমার চোখে পড়ল মাকাল-লতার বিচিত্র রচনা, তখন মন আনন্দে ভরে উঠল।

তারপর সেই সুন্দর দিনটি এল, যেদিনে দেখলুম মাকাল-লতার ঝোপে ঝোপে কাঁচা সবুজ ফল ধরেচে। সবুজ, মসৃণ, চিক্কণ গা পুষ্ট ফলগুলির। আমি রোজ বেড়াতে যাই, নাইতে যাই, ঝোপে মাকাল ফলের রূপ দেখি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে।

ঘন বর্ষার দিনে নদীর তীরে, নিভৃত মৌন বনবিতানে নীল আকাশের তলায় ঝোপে ঝোপে সবুজ আপেলের মতো ফুলগুলি, একদৃষ্টে কতক্ষণ ধরে চেয়ে থাকি। প্রজাপতি ওড়ে, পাখি গান গায়।

এ বছর বর্ষা তেমন হয়নি আজও, তবুও নদীর ধারে দুটি বনের ঝোপে মাকাল-লতা যথেষ্ট বেড়ে সারা ঝোপটির মাথা ঢেকে ফেলেচে। আর একটি সুন্দর মাকাল-লতা ঝোপ গজিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেচে গোপালনগর বাজার ছাড়িয়ে পুরোনো ডাকঘরটার সামনের বটতলায়।

ডাকঘরের এ ঝোপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মটর-লতার মটর ফলের গুচ্ছ ও মাকাল ফল পাশাপাশি দুলচে। মনে হবে পারস্য দেশের সূর্যতপ্ত কোনো উদ্যানে আপেল ও দ্রাক্ষাগুচ্ছ একসঙ্গে ফলেচে—বাংলাদেশের ঘরোয়া জঙ্গলে নয়। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি মাকাল-লতার ফলগুলির কোনো-কোনোটাতে রং ধরেচে। ক্রমে সেগুলোতে একটু করে রং চড়ল সূর্যতাপে, রাঙা টুকটুকে সিঁদুর-গোলা ফলের রং, ঘন সবুজ ঝোপের সবুজ পত্রসম্ভারের মধ্যে রূপসী নববধূর মুখের মতো উঁকি মারচে রাঙা টকটকে সুঠাম সুগোল ফলগুলি। এই দুটি মাকালঝোপ আমার কাছে কি অপূর্বই লাগে ! নদীর ধারেরটি ও এই বটতলার।

নদীতীরের ঝোপ সৃষ্টি হয়েচে এক নিবিড় লতাবিতানের নিভৃত ছায়াগহন আশ্রয়ে। একটা সাঁই-বাবলা গাছের মাথায় মাকাল-লতা উঠে জড়িয়ে জড়িয়ে এই ঝোপ তৈরি করেচে। সাঁই-বোবলা গাছ এমন সুন্দর, যেখানে থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে না দেখে থাকা যায় না। সরু সরু লম্বা পাতা, আঁকাবাঁকা শাখা-প্রশাখা, ভাদ্রমাসে সাদা মঞ্জরীর মতো ফুল হয়েচে একসঙ্গে বহু, আর ওদের মুখ থাকে নীল আকাশের পানে উঁচু হয়ে। তারই ওপরে সেই মাকাল-লতার ঝোপ—আর মাথা থেকে ঝুলে ঝুলে পড়েচে এদিক ওদিকে মাকাল-লতার দীর্ঘ ডালগুলি, আর তার প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, লতাগ্রভাগে, সবুজ পত্রান্তরালে চিক্কণ শ্যাম অথবা লাল টকটকে মাকাল ফল।

এর অদ্ভুত সৌন্দর্যের জন্যে পটভূমি রচনা করেচে পাশে বড়গোয়ালে-লতার আর একটি বড় ঝোপ—একদিকে একটা আম্রবৃক্ষের নত শাখা, দশ বর্গফুট আন্দাজ সুনীল আকাশ আর গাছের তলায় শ্যাওড়া, বৈঁচি, ভাঁট, বনকচু, বনআদা, সন্ধ্যামণির নিবিড় জঙ্গল। প্রভাতের অপূর্ব রৌদ্র পরিস্রুত হয়ে আসে বড়গোয়ালে-লতার বড় বড় পানের মতো পাতার মধ্যে দিয়ে, ওই পাতার উল্টো পিঠগুলো যেন স্বচ্ছ দেখতে সূর্যকিরণে, একটি সজল ছায়া বিস্তৃত হয়ে আছে বনতলে, মেঘনগরীর ঊর্ধ্বের নীলাকাশ তার বাণী পাঠিয়েচে তার ওই দশ বর্গফুট বয়সের প্রতিনিধির হাতে। শালিক, ছাতারে, ঘুঘু, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, শ্যামা, দুর্গা, টুনটুনি প্রভৃতি পক্ষিকুলের সম্মিলিত প্রভাত-কাকলীতে মুখর হয়ে উঠেচে বনবাণী।

এরই মধ্যে সুদীর্ঘ নম্রমুখ লতা যেখানে মাটি ছুঁয়ে দুলচে, সেখানে লতার প্রতি গ্রন্থিতে দুলচে রাঙা টুকটুকে মাকাল ফল। ভাদ্রমাসে বেশির ভাগ মাকাল ফলই পেকেচে, ক্বচিৎ দু-চারটে কাঁচা আছে।

এই মাকালঝোপ কি জাদু জানে ! বোধ হয় কোনো ঐন্দ্রজালিক লুকিয়ে থাকে ওর শ্যাম বনানীর অন্তরালে, মানুষের মনকে মোহগ্রস্ত করে ফেলে এক মুহূর্তে—যে মুহূর্তে বনতলে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ানো যায় সেই মুহূর্তেই। কোনো অসাধারণ ঐন্দ্রজালিক আর তার ইন্দ্রজাল এ !

এই ক্ষুদ্র মাকাল-লতার ঝোপে আমার মন কেমন মোহাবিষ্ট করে তার কারণ আমি জানি নে বললে, কবিজনোচিত ধোঁয়াটে বর্ণনা দ্বারা জিনিসটাকে ঘোরাল করা যেত। কিন্তু এর কারণ আমিজানি।

কি জানি ?

তাই কি বিশ্লেষণ করে বলার কথা ?

ঝোপের পাশে দাঁড়ালুম সেদিন প্রভাত-বেলায়। কাঁধে গামছা, হাতে সাবানের বাক্স, ইছামতীতে বনসীমতলার ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছিলুম। ইচ্ছে করেই ঘুর-পথ দিয়ে গেলাম শুধু এই মাকাল ফল দোলানো দেখব বলেই।

রোজই দেখি। দেখবার সুযোগ একদিনও ছাড়ি নে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে একটি অকলুষ, উদার, দিব্য জগতের অকথিত বাণী এই মাকাল-লতার ঝোপের পথে আমার মনে প্রবেশ করে। সারা নাক্ষত্রিক বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে এই অদ্ভুত সুন্দর রাঙা ফলগুলি। রঙের কি তীক্ষ্ণ কনট্রাস্ট ! চিক্কণ শ্যাম লতাবীথির শ্যামল পত্রপুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে টুকটুকে রাঙা ফলগুলি...আপেল ফলের মতন গড়ন অবিকল, তবে পাকা আপেল হয় হলদে-লালেমেশানো—এর একেবারে সিঁদুরের মতো রং।

এর মধ্যেই বিশ্ব। এই মাকালঝোপের নিচেই। এই যে মাকাল-লতাগুলো এদিক ওদিক অদ্ভুতভাবে ঝুলচে গাছ থেকে পড়ে, তার গাঁটে গাঁটে পাকা ফল, এই যে রহস্যময় সুন্দর দৃশ্য যার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না, অবাক হয়ে বিমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়—এই সৃষ্টিরআইডিয়ারূপী বীজ কার মধ্যে ছিল ?কোন্ দেবতা তিনি ?কত বড় শিল্পী তিনি ?

‘কল্পনাসৃষ্টিবীজঞ্চ’।

কার মহতী কল্পনার মধ্যে এ সুন্দর মাকাল-লতার দুলুনি, এর শ্যামপত্রগুচ্ছ, এর টুকটুকে রাঙা, সুগোল, সুঠাম ফলগুলো ছিল বীজরূপে অধিষ্ঠিত ?বাষ্পাগ্নিপ্রোজ্জ্বল শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ কোটি নীহারিকা যিনি সৃষ্টি করেচেন, এসবই মহারুদ্রের ভয়াল রূপ কোথায় মহাশূন্যের দূর প্রান্তে; আর কোথায় এই ক্ষুদ্র পৃথিবীগ্রহের এককোণে সুনিভৃত নির্জন লতাবিতান, সূর্যের সে বিরাট হাওয়ার বাষ্পতেজ বহু মাইল ব্যাপী বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে, সজল বর্ষার মধ্য দিয়ে, বসন্তদিনের জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে, বনবিহঙ্গকাকলীর মধ্য দিয়ে, বনকুসুমের সুবাসের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে মোলায়েম হয়ে প্রভাতের রৌদ্ররূপে যে লতাবিতানকে আলো করেচে,—আর তারই মধ্যে এই সুন্দর চিক্কণ, সুপুষ্ট, রাঙা মাকাল-ফল লতাগ্রভাগে দোদুল্যমান !

যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে।

যিনি মহারুদ্র, তিনিই চিরপ্রাচীন অথচ চিরতরুণ পুষ্পধন্বা দেবতা সৃষ্টি বজায় রাখতে কামদেবের আবির্ভাবের প্রয়োজনে হয়তো। মুখে মুখে এক কবিতা রচনা করলুম সেই অজানা শিল্পী দেবতার উদ্দেশে..

হেথা নীল আকাশের তলে
প্রজাপতি ওড়ে ফুলে ফুলে,
হোথা কোথা কত দূরে
‘ওমিক্রন সেটি’ ঘোরে
সঙ্গে তার সুশুভ্র বামন।[1]

কবিতা হিসেবে লোকে হাসবে হয়তো, কিন্তু লোকদের জন্যে এ রচিত নয়—যাঁর উদ্দেশে সেই প্রভাতের কনকদ্যুতিমণ্ডিত বনবীথিতলে এ কবিতা মুখে মুখে রচিত, তিনি কৃপা ও প্রশ্রয়ের স্মিতহাস্যে দক্ষিণপাণি প্রসারিত করে গ্রহণ করেচেন অক্ষমের সে স্তুতি।‘ওমিক্রন সেটি’র অগ্নিলীলার মধ্যে এই গোল গোল রাঙা মাকাল ফলের স্বপ্ন লুকানো আছে।‘ওমিক্রন সেটি’র চারিপাশে ঘূর্ণমান গ্রহরাজি যদি থাকে, যদি সেখানে অনন্তযৌবনা দেবকন্যারা সে দেশের বনবীথির অন্তরালে, সেখানকার অজ্ঞাত বসন্তদিনে অলস শয়নে শুয়ে

[1]ওমিক্রন সেটির সহকারী নক্ষত্র, ইংরেজিতে ‘হোয়াইট ডোয়ার্ফ’ শ্রেণীর।

দিনপাত করেন, কে জানেসেই বনবীথির মাঝে এমন মাকাল-লতা, এমন দোদুল্যমান ফলগুচ্ছ, ঘনসবুজ ঝোপের অন্তরালে এমন টুকটুকে রাঙা ফল হয়তো আছে।

মাকাল ফলের আয়ুষ্কাল বেশি দিন নয়, একমাস দেড়মাস। সুপক্ক অবস্থায়ও দিন-পনেরো গাছে দোলে, তারপর একদিন ঝরে পড়ে যায়। তাই রোজ দুবেলা যেতাম মাকাল ঝোপের তলায়—একমাস দেড়মাস ধরে কত রূপে একে দেখেচি—এই লতাবিতানকে। প্রভাতের আলোতে, ঘনবর্ষার মেঘমেদুর সন্ধ্যায়, নির্জন ভাদ্র দ্বিপ্রহরে নিস্তব্ধ প্রশান্তির মধ্যে, উদার নীলাকাশের তলে ঘুঘু-ডাকা উদাস বনানীর পটভূমিতে, সুন্দর জ্যোৎস্নারাতের প্রথম প্রহরের জ্যোৎস্নায়। বাবলার হলদে ফুল আর সাঁই-বাবলার ফুলের শিষ, তার মধ্যে দুলে দুলে হলদে ডানা সাদা ডানা প্রজাপতির মেলা, তার মধ্যে দোদুল্যমান মাকাল-লতার নিবিড় ছায়াগহন আশ্রয় তপোবনের ন্যায় স্নিগ্ধ, পবিত্র। খানিকটা সেখানে দাঁড়ালেই সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়ি, কেমন যেন সারাদেহ শিউরে ওঠে, মন অপূর্ব ভাবে ও স্বপ্নে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে—এ আমি এই গত এক মাসের মধ্যে অন্তত ছ'সাতদিন দেখেচি। সে স্বপ্ন কিসের কি করে বলব, আম্রশাখা ও সাঁই-বাবলার ফুলে ভরা শাখার পিছনকার নীল আকাশের স্বপ্ন, কোনো মহাশিল্পী মহাদেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের স্বপ্ন, সবুজ ঝোপের মাথায় ফলন্ত রাঙা মাকাল ফলগুলির স্বপ্ন—গভীর সৌন্দর্যের স্বপ্ন।পাগল করে দেয় ওই স্বপ্ন।

আমি জানি, তেমন ভাব ও স্বপ্নালুতা সারাবছরে একদিন এলেও জীবন ধন্য হয়ে যায়— তাই এই মাকাল-লতার সীজনন-এ এল মাসে সাতদিন।

এ মাকাল-লতার ঝোপ যেন পবিত্র দেবায়তন, অতি পবিত্র অতি সুন্দর। সৌন্দর্যের পূজারি যে, এই দেবায়তনে দেবতার আবির্ভাব সে দর্শন করবে। এখানে জাগ্রত ও প্রত্যক্ষ দেবতাকে নিত্য প্রণাম করবে।

জয় হোক মাকাল ফলের। জয় হোক 'ওমিক্রন সেটি'র। কত বড় ও কত ছোট, কিন্তু উভয়ের মধ্যেই আর্টিস্টের আবির্ভাব অতি প্রত্যক্ষ, অতি বিচিত্র। যার মন খারাপ হয়েচে সে অমৃতের সাগরে এসে তীর্থজল আহরণ করুক। প্রত্যক্ষ করুক ঋগ্বেদের শিবরুদ্রীয় স্তোত্রের অমর বাণী। বৃক্ষের পত্রেও তুমি, পত্রের পতনেও তুমি।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি মাকাল ফল ঝরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, মাকাল-লতার শ্যামশোভা অন্তর্হিত হবে, বনভূমি আগামী বৎসরের শ্রাবণদিনের প্রতীক্ষায় থাকবে—সুপক্ক মাকাল ফলের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। ঝরঝর বাদল দিনের অপরাহ্নে আবার এদের দল আসবে ঘুরে, যেমন এরা আসে প্রতি বর্ষা ঋতুতে, কত বৎসর, কত শতাব্দী, কত যুগ ধরে... অনন্তের সসীম প্রতিনিধির মত...কেউ খবর রাখে, কেউ রাখে না।